আমাদের কি গর্ব করার মত কিছুই নেই?

আমিনূল মোহায়মেন

১

সম্প্রতি দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল একটি ঘরোয়া গেট-টুগেদারে। সেখানে ছিলেন একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা, তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন এভাবে,

'আর্মিতে পয়সা কম, তাই ব্যবসাতে নেমেছিলাম। দেশের জন্য কিছু করবো বলে গত নির্বাচনের সময় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি।'

ছিলেন সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ আমলা যিনি সরকারের সব থেকে প্রভাবশালী মন্ত্রীদের একজনের ব্যক্তিগত সচিব। তিনি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, তার অত্যন্ত দামী মোবাইল ফোনটি একটানা পাঁচ মিনিটও চুপ থাকতে পারছিল না।

ছিলেন কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

সরকারের সর্ব্বোচ্চ মহলের সাথে জড়িত দুজন ব্যক্তিকে পাওয়ায় খুব দ্রুত আলোচনা চলে গেল দেশ পরিচালনা, দেশের সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে। সেনা কর্মকর্তা থেকে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী থেকে রাজনীতিক হওয়া ভদ্রলোকের কাছে একজন জানতে চাইলেন যে, কেন সরকারের মন্ত্রীরা দব্যমূল্য ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না; এর কারন কি তাঁদের অযোগ্যতা, নাকি কারো স্বার্থ রক্ষার জন্য এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, আমি আর্মির লোক। এই বিষয়গুলি আমি ভালো বলতে পারবো না।'

একজন রসিকতা করে বললেন, 'তাহলে কি বিএনপিতে আর্মির লোক বেশী হয়ে যাওয়াই সরকারের প্রধান সমস্যা?'

সবাই, এমনকি আর্মির ভদ্রলোকও, হেসে উঠলেন।

আমাদের মূল সমস্যা কি এ আলোচনা যখন উঠলো, তখন একজন বললেন যে, সমস্যাটার মূল নিহিত রয়েছে আমাদের নিজেদের জাতীয় পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগার মধ্যে। এর প্রভাব পড়ে আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। কেনা কাটা করতে গেলে আমরা বিদেশী পন্য খুজি। ফলে, আমাদের নিজের দেশে নিজেদের পন্য বাজার পায় না। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে, আমাদের দিয়ে ভালো কিছু সম্ভব। তাই, আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা ঘৃণা ও বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়।

সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাটি বেশ তিক্ত স্বরেই বললেন, 'বিদেশী জিনিষ কেন কিনবো না, দেশের কোন জিনিষটা ভালো?'

সাবেক সেনা কর্মকর্তা, যিনি দেশ সেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সাথে যুক্ত হয়েছেন, তিনি বললেন, 'গর্ব করার মত কি আছে আমাদের যে জাতিকে নিয়ে গর্ব করবো?'

খাবার এসে গেল। খেয়ে দেয়ে বাসায় ফিরে এলাম বটে, কিন্তু সেদিনের আলোচনার কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

যে সরকারী আমলা বাংলাদেশী কোন পণ্যকে কেনার যোগ্য মনে করেন না, তাঁর দ্বারা কিভাবে দেশের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব? বিদেশের সাথে চুক্তির সময় তার মাথায় দেশীয় পণ্য, তার সাথে জড়িত মানুষদের কর্মসংস্থান ও নিজ দেশের পণ্য ব্যবহারের অহংকার ইত্যাদি তো থাকবেই না; বরং তিনি দেখবেন কিভাবে দেশে বসে সকল প্রকার বিলাস সামগ্রী কিনতে পাওয়া যায়। টাকার তো আল্লাহর রহমতে তাদের অভাব নেই। উক্ত কর্মকর্তা যখন সরকারের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করবেন, বা তা বাস্তবায়ন করবেন তখন দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তার কাছে সরকারী অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, চাষা-ভূষারা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কি করবে, উক্ত আমলা তেমনি ভাববেন যে এই চাষা-ভূষার দেশে শিল্পের কি দরকার। এই প্রবণতা যে আমাদের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে কত বিস্তৃত তার প্রমাণ পাওয়া যায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিল্প খাতের বরাদ্দ দেখে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জন্য এ খতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ২৮৭ কোটি টাকা যা আমাদের উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ১.৪ শতাংশ।

যে রাজনীতিক বাংলাদেশের জন্য গর্ব করার মত কিছু খুঁজে পান না, বাংলাদেশের মানুষের রক্তের মধ্যেই দারিদ্র ও পশ্চাদপদতার বীজ দেখতে পান এবং বাংলাদেশ যে কখনই মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না সে কথা জোর গলায় বলে থাকেন, সে রাজনীতিকের কাছে চেটেপুটে খাওয়াটাই দেশ ও দলের থেকে যে বড় হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২

আসলেই কি আমাদের গর্ব করার মত কিছু নেই?

আমাদের কি সত্যিই উঠে দাড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই?

কোন জাতি কতটা উন্নত তা শুধু তার মাথাপিছু আয় দিয়ে মাপা যায় না। বরং কোন জাতির আসল উন্নতি মাপা যায় তার মানবিক মূল্যবোধ ও আচরণ দিয়ে। মানবিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর অনেক দেশের থেকে অনেক উপরে।

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির একটি হওয়া সত্তেও বাংলাদেশে গনতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় এবং সে নির্বাচনে জনমতের সঠিক প্রতিফলন হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, এ গনতন্ত্র অর্থহীন কেননা ভোটদাতারা কলোটাকা ও পেশীশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থ ও মিডিয়া দ্বারা কি আমেরিকানরা প্রভাবিত হয় না? নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিবর্তন তো মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই হয় না। আমাদের পুরানো পার্টনার পাকিস্তান, সেখানে তো আর্মির বুটের নীচে বার বার গনতন্ত্র পিষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশে গনমাধ্যম যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা কি মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে পাওয়া যাবে?

বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের চাইতে ভালো। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে যে, দেশের নব্বই শতাংশ নারী শিশু স্কুলে যায়, যেখানে স্কুলগামী পুরুষ শিশুর হার পঁচাশি শতাংশ। নারীবাদের জন্মস্থান ফ্রান্সে যেখানে কোন নারী প্রেসিডেন্ট পাওয়া যায় না, সেখানে বাংলাদেশে গত একযুগ ধরে নারী প্রধানমন্ত্রীরা দেশ চালাচ্ছেন।

আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখালঘুদের প্রতি এ জাতির আচরণ বিশ্বের জন্য অনুকরনীয় হওয়ার যোগ্য।

সম্প্রতি তসলিমা নাসরিন তার ‘দিখন্ডিত’ উপন্যাসে কলকাতার সাথে ঢাকার সাম্প্রদায়িক উদারতার তুলনা করেছেন। কলকাতায় কোন হিন্দু বাড়ীওয়ালা মুসলমানদের বাড়ী ভাড়া দেয় না। একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ফ্লাটে হিন্দু-মুসলিম বাস করবে এ দৃশ্য সেখানে অকল্পনীয়। অথচ, ভিন্ন ধর্মের বলে বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়া দেবে না, একই বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ফ্লাটে হিন্দু-মুসলিম বাস করবে না - এই বিষয়টিই বাংলাদেশে অকল্পনীয়।

ইন্ডিয়ার সবথেকে কম সাম্প্রদায়িক প্রদেশ পশ্চিম বাংলার মিডিয়াতে মুসলমানদের কোন স্থান নেই। অথচ, বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে হিন্দুদের স্থান শতকরা ত্রিশ ভাগের ও বেশী।

যেখানে আমেরিকা, বৃটিষ ও ফ্রান্সের মত দেশে কেবলমাত্র সংখাগুরু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উৎসবের দিনটিতেই সরকারী ছুটি দেয়া হয়, মুসলমান বা হিন্দুদের উৎসবের দিনগুলিতে ছুটি থাকে না, সেখানে বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৈদ্ধ সকলের ধর্মীয় উৎসবে ছুটি পালন করা হয়।

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ একেবারে পিছিয়ে নেই।

কৃষিতে বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অনেকেরই ধারণা যে, খাদ্য সাহায্য বন্ধ হবার আশংকায় বিষয়টি চেপে যাওয়া হয়।

বাংলাদেশ কেবলমাত্র ভারত থেকেই বছরে বিশ হাজার কোটি টাকার মত পণ্য আমদানি করে। এ টাকা কোথা থেকে আসে? এ টাকা কিন্তু এ দেশের মানুষই উপার্জন করে। আমাদের একটি ভুল ধারনা রয়েছে যে, বিদেশী সাহায্যের উপর আমরা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সরকারের বাজেটের মাত্র পনের শতাংশ থাকে বৈদেশিক অর্থ যার অধিকাংশই ঋণ। তাছাড়া এর মধ্যে একটা বিরাট অংশ বিদেশেই বিভিন্নভাবে ফেরত চলে যায়। সুদসহ পূর্বের ঋণ শোধ দিতে যায় বৈদেশিক অর্থের অর্ধেকটাই।

বাংলাদেশী পণ্যের গুণগত মানের ব্যাপারে যে প্রচলিত নিম্ন ধারণা রয়েছে তা ও ঠিক নয়। বাংলাদেশের সিমেন্ট, সাইকেল, তৈরী পোষাক, চামড়াজাত দ্রব্য, ঔষধ, সিরামিক দ্রবাদি, কসমেটিক ইত্যাদি অসংখ্য পণ্যের মান পার্শ্ববর্তী দেশের পণ্যের থেকে অনেক বেশী।

বাংলাদেশের মানুষ যে কত মেধাবী, পরিশ্রমী ও সৎ তা প্রবাসীদের দিকে তাকালে বোঝা যায়। পৃথিবীর সকল দেশেই বাংলাদেশীদের সুনাম আছে সততা, মেধা ও পরিশ্রমের জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের নাগরিকদের চৈর্য্যবৃত্তির সুনাম আছে। আমাদের জাতির জনক আমাদেরকে চোর সাব্যস্ত করলেও পৃথিবীর কোথাও কিন্তু আমাদের নাগরিকগন এ দূর্ণাম কুড়াননি।

আমাদের একটি সমৃদ্ধ অতীত রয়েছে। আমরা অন্য কোন দেশ জয় করিনি বটে, কিন্তু নিজের জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছি বার বার। আমরা দু' দু'বার স্বাধীনতা এনেছি। আমরা জীবন দিয়ে নিজেদের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের পাশেই পশ্চিম বঙ্গ। ভাষা ও জাতিগত মিল থাকা সত্তেও তারা কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলা ভাষা সেখানে দ্বিতীয় ভাষা হতে চলেছে।

আমাদের পূর্ব পুরুষেরা উন্নত দর্শণ, সাহিত্য ও আধ্যাত্ববাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। কবি পাগলা কানাই, লালন শাহ ও হাসন রাজার মত মরমী কবিগন আমাদের সাহিত্য ও মননকে সমৃদ্ধ করেছেন। শাহ জালাল ও খান জাহান আলীর মত বীর যোদ্ধারা একদিকে যেমন জঙ্গল কেটে বসতি গেড়েছেন ও অপূর্ব স্থাপত্য বানিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি সুফীবাদের মত উন্নত দর্শন প্রচার করেছেন।

নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করতে চাইলে এর থেকে বেশী কিছু কি দরকার হয়?

৩

এই যে আমরা নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করতে পারছি না, এ জাতি যে উন্নতি করতে পারে তা বিশ্বাস করছি না - এটিই হয়ে দাড়িয়েছে আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। নিজের জাতীয় পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতার কারনে আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা বাংলাদেশী পণ্য সযত্নে পরিহার করছি। ক্রেতা বাংলাদেশী পণ্য কিনছে না, ব্যবসায়ী তার অর্থ পণ্য উৎপাদনে না ব্যয় করে বিদেশী পণ্য আমদানী করছেন, সরকারী কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা এমন সব আইন কানুন বানাচ্ছেন যাতে দেশের পণ্য দেশের মাটিতে টিকতে না পারে। এসব কিছু তারা করছেন অনেকটা স্বতস্ফূর্তভাবে।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের ইমেজের প্রশ্নটি বার বার আসছে। আমাদের মত সাধারন মানুষেরা বিস্মিত হয়ে দেখছে যে, আমাদের বরেন্য বুদ্ধিজীবি, মানবাধিকার কর্মী, জননেতারা অবলীলাক্রমে দেশের বাইরে গিয়ে দেশের নামে বদনাম করে আসছেন। এদের সবাই যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিপক্ষ কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা খেয়ে এসব করছেন, তা আমার মনে হয় না। বিদেশীদের কাছে দেশের বদনাম করা, বিদেশীদের কাছে গিয়ে নালিশ করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। কোন বিদেশীর সাথে প্রথম পরিচয়েই আমরা দেশের খারাপ দিকটা তুলে ধরি। 'আমাকে ওদের কেউ মনে কোরো না, আমি ওদের থেকে আলাদা ও উন্নত' - এ জাতীয় ধারনা থেকেই এরকমটি করা হয়ে থাকে। এর পিছনে কাজ করে নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করতে না পারার রোগটা।

যেহেতু নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করার কিছু আমরা পাই না, তাই আমাদের দেশের নেতিবাচক দিকের প্রতিই আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বেশী থাকে। আমাদের সাংবাদিকগন নেতিবাচক দিকগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখেন এবং পত্রিকাগুলি তা বড় হেডিং দিয়ে প্রকাশ করে। আমাদের এনজিও ও অন্যান্য বিদেশী অর্থ ভিক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের পশ্চাদপদতাকে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে বিদেশীদের কাছে উপস্থাপন করে যে উদার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত, উদ্যমী ও প্রগতিশীল এ জাতিটি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে যায় গোড়া, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী ও অকর্মণ্য একটি জাতি হিসাবে।

কয়েক বছর আগে বিদেশী দাতা সংস্থা কর্তক আয়োজিত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক একটি কর্মশালায় একজন ভারতীয় নারীবাদী বর্ণনা করছিলেন যে, বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রধান বাধা হচ্ছে স্বামী কতৃক স্ত্রীদের জন্মবিরতিকরন পিল খেতে বাধা দেয়া। এক্ষেত্রে নাকি স্বামীদের হাতে স্ত্রীদের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে থাকে। আমি তাকে বিশ্বাসই করাতে পারিনি যে, বিষয়টি অন্য কোন দেশের জন্য সত্যি হলেও বাংলাদেশের জন্য একেবারেই নয়। বাংলাদেশের ব্যাপারে ভুল ধারনার পিছনে তার অজ্ঞতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পুরোপুরি দায়ী নয়, বরং এদেশেরই কিছু মানুষ তাকে এজাতীয় ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন।

বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশীদের ই-ফোরামগুলোতে লেখালেখি হচ্ছে। এরকম একটি ফোরামে আলোচনা খুব জমে উঠেছিল। দু'একজন ছাড়া সকলেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে বিভিন্নভাবে নেতিবাচক কথা লিখছিলেন। এসকল লেখা পড়লে যে কারো ধারণা জন্মাবে যে, বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া জাতীয় কিছু হয় না। কিছুলোক যেন প্রতারণার ব্যবসা শুরু করেছে।

এর মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান তার দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে লিখলেন। সে লেখা পড়লে মনে হবে, সব থেকে উন্নত শিক্ষা ইন্ডিয়ান বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে পাওয়া সম্ভব। তিনি তার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরেন।

উক্ত ই-ফোরামের সদস্যদের মধ্যে এর ফলে এই ধারণা জন্মালো যে, বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা কিছু হয় না, পড়াশোনা করতে হলে ইন্ডিয়াতে যেতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দশ বছরের পেশাগত জীবনে ইন্ডিয়া থেকে এ বিষয়ে পড়াশোনা করে আসা অন্ততঃ বিশজন ছেলে-মেয়েকে আমি চাকরীর বিষয়ে ইন্টারভিউ নিয়েছি। তাদের কারো মানই আমাদের দ্বিতীয় গ্রেডের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের সমকক্ষ মনে হয় নি। তাদের মধ্যে এমনও পেয়েছি যার রিলেশনাল ডেটাবেজের ব্যাপারে নিতান্ত প্রাথমিক ধারণাটি নেই। ইন্ডিয়া ফেরত একজন কম্পিউটার ইনজিনিয়ারকে দেখেছি একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিং এসিসট্যান্ট হিসাবে কাজ করতে।

কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি এবিষয়টিই দেখাতে চাচ্ছি যে, একজন ইন্ডিয়ান কিভাবে তার দেশের নিম্নমানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করছেন, আর আমরা কিভাবে নিজেদেরকে খাটো করছি। আমাদের কাছে যেন দেশপ্রেমের মাপকাঠি হচ্ছে নিজ জাতিকে হেয় করা, নিজ জাতির কোন একটি দূর্বল দিক থাকলে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশ্ব বাসীর কাছে উপস্থাপন করা।

নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করতে না পারা ও বাংলাদেশ যে কোনদিন উন্নতি করতে পারে সে বিশ্বাস না থাকার সবথেকে মারাত্মক প্রভাবটি পড়ছে আমাদের রাজনীতিতে। নিজ দেশকে নিয়ে হীনমণ্যতা ও হতাশার কারণে আমরা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সবসময় নেতিবাচক আবেগ দ্বারা তাড়িত হই। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় আমরা 'অমুককে ঠেকাও', 'তমুককে ঠেকাও' জাতীয় জ্বরে আক্রান্ত হই। ফলে, সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, দূর্নীতিপরায়ন সাবেক আমলা বা সেনা কর্ম কর্মকর্তা, অযোগ্য স্ত্রী, কন্যা, পুত্র - এদেরকেই আমরা নির্বাচিত করে আনি। রাজনৈতিক দলগুলি এদেরই কবলে চলে যায়। কর্মীরা নেতাদের মানবিক গুনাবলী নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময় পায় না, তাদের সামনে দেশেরই অন্য দল বা ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাদেরকে এক ধরনের জিঘাংসার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। রাজনীতি চলে যায় উগ্র অসহিষ্ণু লোকদের হাতে। এমনকি আমাদের এতো অহংকারের স্বাধীনতা, তাকেও আমরা ব্যবহার করি উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা ও জিঘাংসা সৃস্টির কাজে।

এই ধরনের জাতীয় হীনমণ্যতার ফলে আমরা বিদেশীদের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। সরকার ব্যর্থ না সফল তার সার্টিফিকেট নিতে হবে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে কিংবা আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। আমরা মনে করি ওরা সব দেবতা। ওরা কখনও নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করে না, ওরা কখনও পক্ষপাতিত্ব করে না। আমরা ভুলে যায় যে, এসব দেবতারাই আমাদেরকে অন্যায় ভাবে শত শত বছর পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রেখেছে। আমাদেরকে শোষণ করেছে, আমাদের শিল্পকে নির্মম হাতে ধংস করেছে, আমাদের বীরদেরকে হত্যা করেছে। আমরা ভুলে যায় যে, ওরা টাকার জন্য একটা স্বাধীন দেশ দখল করে সেখানে গনহত্যা চালিয়েও একথা প্রচার করতে পারে যে, ওরা তাদেরকে মুক্ত করছে।

এই সার্টিফিকেটের বিষয়টি আমাদের অনেক দূরবস্থার জন্য দায়ী। সার্টিফিকেট নেবার জন্য বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর চাপে আমরা আমাদের বাজারকে একতরফাভাবে ইন্ডিয়ার জন্য খুলে দিয়েছি। অথচ, আমাদের দু'একটি পণ্য ইন্ডিয়ায় বাজার পাওয়া শুরু করতেই তারা কয়েকগুন কর বসিয়ে, নানা ধরণের মামলা করে সেগুলিকে বন্ধ করে দেয়। সাটিফিকেটের ভয়ে আমরা কিছু বলতেও পারি না।

৪

নিজ জাতিকে নিয়ে গর্ব করার ও স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা এবং জাতীয় উন্নতি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টি চক্রাকার। কোন দেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে সামজের শিক্ষিত ও অগ্রসর অংশ, যদি নিজেদের জাতীয় পরিচয় নিয়ে হীনমণ্যতায় ভোগে, তাহলে সে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। অপরদিকে জাতির উন্নতি না হলে জাতিকে নিয়ে গর্ব করাটাও কঠিন। বাংলাদেশ যদি মহাশূন্যে স্যাটেলাইট পাঠাতো, বিজ্ঞানে কোন বড় আবিস্কার করতো কিংবা আমাদের সিনেমা যদি দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করতো তাহলে এমনিতেই আমরা দেশকে নিয়ে গর্ব করতাম।

বিষয়টি অনেকটা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া মেধাবী সন্তানটির মত। যত তার আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে যায় ততো সে পিছিয়ে পড়তে থাকে। ভালো ফলাফল করলে আত্মবিশ্বাস এমনিতেই গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভালো পিতামাতা যা করেন, আমাদের তাই করতে হবে। ভালো পিতামাতা তাদের পিছিয়ে পড়া ছেলেটিকে আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়তা করেন। তারা তার ছোট খাটো প্রতিটি ভালো দিক তার সামনে তুলে ধরেন এবং তার দূর্বলতাগুলো আড়াল করে রাখেন। এভাবে সন্তানটি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তার সাফল্য আসতে থাকে। এই সাফল্য তাকে আরও আত্মবিশ্বাসী ও প্রকারান্তরে আরও সফল করে তোলে।

বাংলাদেশের সাথে আমাদেরকে দায়িত্বশীল পিতামাতার মত আচরণ করতে হবে। আমাদের অনেক সফলতা আছে, অনেক গৌরবের বিষয় আছে। সেগুলিকে সামনে অনতে হবে। আমাদের ব্যর্থতা ও খারাপ দিকগুলি পিছনে ফেলে দিতে হবে। আর কথায় কথায় অন্য দেশের বন্দনা বন্ধ করতে হবে।

বলা হতে পারে যে, নিজেদের দূর্বলতার দিকগুলি যদি সবসময় গোপন করে রাখি, তাহলে তার সমাধান হবে কি করে? বস্তুতঃ আমাদের দূর্বলতা গুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করার লোকের অভাব নেই। কয়েকজন তাতে শরীক না হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। যে কাজের লোকের অভাব তা হচ্ছে নিজেদের ভালো দিকগুলি দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা।